দৈনিক সংবাদ

তারিখ 20 DEC 1987
পৃষ্ঠা 4 কলাম 5

250

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়)

প্রসঙ্গ "বাংলা পাঠ্য পুস্তক চাই"

২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৯৪বাং তারিখে দৈনিক সংবাদ-এ প্রকাশিত সৈয়দ আলী কবির রচিত বাংলা পাঠ্য পুস্তক চাই নামক উপ-সম্পাদকীয় খানি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

লেখক মাতৃভাষায় উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে আমাদের প্রধান সমস্যার একটি পূর্ণাঙ্গ ও সার্থক চিত্র উপস্থাপন করেছেন তাঁর লেখায়। তাই লেখককে আমরা আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

আমাদের দেশে মাতৃভাষায় উচ্চ শিক্ষা লাভের অন্যতম প্রধান অন্তরায় হচ্ছে, মাতৃভাষায় রচিত পুস্তকের দুর্লভতা; যা মাতৃভাষায় উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের পথকে করে রেখেছে দুর্গম। দীর্ঘকাল আগে থেকেই মাতৃভাষায় আমাদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ স্বীকৃত হলেও, এযাবৎ কালে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত কোন বাংলা পাঠ্য পুস্তকের চেহারা ছাত্রসমাজ দেখতে পাননি বললেই চলে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমাদের যে পাঠ্যক্রম দেয়া হয়েছে সে পাঠক্রমের প্রতিটি বিষয়ের নীচে 'Books recommended' অংশে যে সকল বইয়ের নাম দেয়া আছে তার সবগুলিই ইংরেজী। এটা আশ্চর্য যে, বাংলা ভাষায় যেখানে পরীক্ষা গ্রহণ তথা শিক্ষা গ্রহণ স্বীকৃত সেখানে একটি বাংলায় লিখিত বইয়ের নামও নেই। অর্থাৎ বাংলা ভাষায় রচিত পাঠ্য-পুস্তকের অভাব কত প্রকট এ থেকেই বুঝা যায়।

অন্যদিকে ইংরেজীতে ভাল জ্ঞান না থাকলে তা মাতৃভাষায় রূপান্তর সহজ নয়, যা ছাত্রদের দ্বারা প্রায় দুঃসাধ্য। এমতাবস্থায় যারা মাতৃভাষায় পড়াশুনা করতে আগ্রহী তাদের দুরবস্থা কী দাঁড়ায় তা সহজেই অনুমেয়। এ অবস্থা অপনোদনে চাই মাতৃভাষায় রচিত যথোপযোগী পর্যাপ্ত পাঠ্যপুস্তক। এ দাবী আজ অনেকের।

তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের আবেদন লেখকের সুপারিশগুলো বিবেচনা করে মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের পথকে সুগম করতে বাংলায় যথোপযোগী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের দিকে আপনারা গভীর দৃষ্টি দিবেন।

আশুতোষ দেব রায়
দ্বিঃ বিঃ (সম্মান) ৩য় বর্ষ,
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ।

সাতঘড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়

বিক্রমপুরের লৌহজং উপজেলার সাতঘড়িয়া গ্রামের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, 'নাম- সাতঘড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়'। পূর্বে বিদ্যালয়টি পড়ালেখার দিক দিয়ে অনেক ভালো থাকলেও বর্তমানে অবনতি ঘটেছে।

বিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি হল--শিশু শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত এই ছয়টি শ্রেণীর জন্য মাত্র একজন শিক্ষক আছেন। অবশ্য আরো দু'জন শিক্ষিকা বিদ্যালয়ে রয়েছেন, যাদের একজন তিন মাসের এবং অপর একজন এক বছরের মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দেখিয়ে ছুটিতে আছে।

কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন, উক্ত দু'জন শিক্ষিকার অবর্তমানে সৃষ্ট অসুবিধা উপলব্ধি করিয়া বিদ্যালয়টির প্রতি যেন সুনজর দেয়া হয়।

কাজী মোঃ আরিফ
সাতঘড়িয়া, হলদিয়া,
লৌহজং।